সমকাল

তারিখ ... 17 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা দিবস

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'। বাষট্টিতে এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, গণমুখী শিক্ষা প্রসার, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য-বঞ্চনা নিরসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯ হাজার। সাত বছর পর তা ২৬ হাজারে নেমে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্র ছিল বিপরীত। সেখানে শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছিল। ১৯৬২ সালে প্রকাশ হয় শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ছাত্র সমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা আন্দোলন সংগঠিত করেন। এক পর্যায়ে আন্দোলনের কর্মসূচিতে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী সক্রিয় উপাদান যুক্ত হয় ও তা সরাসরি পৌঁছে যায় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে।

এখন বর্তমানের কথায় আসি। ১০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সদস্য, ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট নামের একটি সংগঠন ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন অ্যাকশন এইডের বাংলাদেশ শাখা মিলিতভাবে একটি সনদ উপস্থাপন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক পৃথক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখা, শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ। দাবি সনদে উল্লেখ করা হয় : শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে সরকার থেকে অর্থ ও সম্পদের স্বল্পতা-সীমাবদ্ধতার যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। সরকারের যুক্তিতে সারবত্তা কতটুকু আছে সে বিবেচনায় না গিয়ে শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত হারে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করা প্রয়োজন বিবেচনায় কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে সংগৃহীত কর শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ তার অপরিহার্য শর্ত থাকতে হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ ও বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নে সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ ও অন্তর্বর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি থানা-উপজেলায় সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করে পালাক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের জাতীয় কর্মসূচিতে শিক্ষক ও শিক্ষক সংগঠনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রাথমিক-পরবর্তী শিক্ষা সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে বিন্যস্ত ও জাতীয়করণ, পাবলিক পরীক্ষার উপযোগিতা নিরূপণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে কার্যকরভাবে পৃথক্‌করণ, সব স্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এবং ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জনে সহায়ক সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি গ্রহণ এবং কর নীতিমালার সহজিকরণ করে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী ম্যানুয়াল প্রণয়ন করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পার হতে চলেছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, এখনও দেশের ৩৯ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর। সাক্ষরতা এখন আর আগের মতো শুধু সই করতে জানা বোঝায় না। পড়তে ও লিখতে পারার সঙ্গে, হিসাব-নিকাশ জানা বোঝায়। বর্তমানে আবার কম্পিউটার সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা কথাটার প্রচলন হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। লক্ষ্যহীন, কর্ম সংস্থানের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা আর চলতে পারে না। আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যা কর্মসংস্থান-আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিত করে, মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশাকে ধারণ ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে। অপরের মত ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সংবলিত উচ্চ নৈতিকতা নিশ্চিত করে। এবারের শিক্ষা দিবসে এই হোক আমাদের সবার প্রত্যাশা ও ভাবনা।

বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক
principalqfahmed@yahoo.com